শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনাধীন বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। গতকাল রবিবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ কথা জানান তিনি।

গতকাল বিকেলে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদ অধিবেশনে এমপিওভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন সরকারি দল আওয়ামী লীগের মামুনুর রশীদ কিরণ, শফিকুল ইসলাম শিমুল, গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, সৈয়দা রুবিনা আক্তার, নাজমা আক্তার ও মো. হাবিব হাসান, বিরোধী দল জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এবং বিএনপির মো. আমিনুল ইসলাম।

সংসদ সদস্যরা জানতে চান, 'নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে কি না? হলে কবে নাগাদ হতে পারে?' কেউ কেউ তাঁর নির্বাচনী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত করা হবে কি না, সে সম্পর্কেও জানতে চান।

বিজ্ঞাপন

ওই সব প্রশ্নের লিখিত জবাবে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি একটি চলমান প্রক্রিয়া। চলমান নীতিমালার আলোকে যোগ্যতার ভিত্তিতে এমপিওবিহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যায়ক্রমে এমপিওভুক্ত করা হয়ে থাকে। সে অনুযায়ী যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত নয়, সেগুলোকে এমপিওভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। '

সরকারি দলের সংসদ সদস্য এম আব্দুল লতিফের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ঢাকার স্কুলে শিক্ষার্থীর চাপ কমাতে সরকার রাজধানীর আশপাশের এলাকাগুলোতে ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলো হবে কেরানীগঞ্জ, পূর্বাচল, জালকুড়ি, নবীনগর, ধামরাই, হেমায়েতপুর, জোয়ার সাহারা, সাঁতারকুল, আশুলিয়া ও চিটাগাং রোডে।

একই দলের মনজুর হোসেনের প্রশ্নের জবাবে দীপু মনি জানান, দেশের এমপিওভুক্ত মাদরাসার সংখ্যা সাত হাজার ৯৫৫টি। মাদরাসাগুলোতে প্রায় ৩৯ লাখ ১৫ হাজার ১৩৩ শিক্ষার্থী আছে।